|  |
| --- |
| **ভূমি মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

ভূমি বাংলাদেশে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় বিভিন্নভাবে ভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমিসংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসন), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ (তহশিলদার) প্রতিটি পদেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় অসামান্য অবদান রাখছেন। বিশেষ করে ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, অর্পিত এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে নারীরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমিসংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মকর্তার পাশাপাশি নারী কর্মকর্তাগণ ভূমি মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছেন।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) এ নারীর উন্নয়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিংবা অনুচ্ছেদ নেই। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তবে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১, কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭, অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা- ১৯৯৫, হোটেল ও মোটেলের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত (সংশোধিত) নীতিমালা-১৯৯৮, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১, চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-১৯৯৮, জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯, লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-১৯৯২, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন-২০১১ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২ ইত্যাদি নীতিমালাসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার কোনোটিতেই প্রত্যক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়ে উল্লেখ নেই। তবে এসব নীতিমালার আওতায় নারীগণ বিভিন্ন অর্থনেতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষত চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় বিগত বছরসমূহে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১০৭ | ৯২ | ১৫ | 14.0 |
| হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) | ২২৬ | ১৮৭ | ৩৯ | 17.3 |
| ভূমি সংস্কার বোর্ড | ৮৫ | ৭৫ | ১০ | 11.8 |
| মাঠপর্যায়ের ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ | ১৬,৫৬৯ | ১১,৫৯৯ | ৪,৯৭০ | 30.0 |
| ভূমি আপীল বোর্ড | ৪০ | ৩২ | ৮ | 20.0 |
| ল্যান্ড কমিশন | ৮ | ৮ | - | - |
| ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ২৬ | ১৮ | ৮ | 30.8 |
| ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ২,২১০ | ১,৮৮৬ | ৩২৪ | 14.7 |
| **মোট :** | **১৯,২৭১** | **১৩,৮৯৭** | **৫,৩৭৪** | **27.9** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ২৯,২৪,৪৪৯ | ২৭,৩২,৩৪৭ | ১,৯২,১০২ | 6.৬ |
| হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) | ২২৬ | ১৮৭ | ৩৯ | 17.৩ |
| ভূমি সংস্কার বোর্ড | ৮৫ | ৭৫ | ১০ | 11.৮ |
| মাঠপর্যায়ের ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ | ৩,২৫,২৭৩ | ২,৮৪,৪৬৫ | ৪০,৮০৮ | 12.৬ |
| ভূমি আপীল বোর্ড | ৫৫৩ | ৪৮৬ | ৬৭ | 12.২ |
| ল্যান্ড কমিশন | ৮ | ৮ | - | - |
| ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ২,৬৯৮ | ২,৪১৫ | ২৮৩ | 10.5 |
| ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর | ৭০,৩৬,৫৪০ | ৬৩,৩২,৪৬০ | ৭,০৪,০৮০ | 10.0 |
| **মোট :** | **১০২,৮৯,৮৩২** | **৯৩,৫২,৪৪৩** | **৯,৩৭,৩৯০** | **৯.১** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন | ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশনের ফলে মালিকানা রেকর্ডে নারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| অনলাইনভিত্তিক নামজারি ও ই-পর্চা সরবরাহ সফটওয়ার চালু হওয়ায় সহজে সরকারি ফি প্রদানের মাধ্যমে নারী/পুরুষ সকলে ঘরে বসে উপকৃত হচ্ছেন। |
| ডিজিটাল জরিপ | ল্যান্ড জোনিং-এর মাধ্যমে ভূমিতে নারীর মালিকানা নিশ্চিত হয়েছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ভূমিহীন অতিদরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের ‍পুনর্বাসন | পুনর্বাসনের প্রাক্কালে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর নামে বা পুত্র ও মায়ের নামে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করা হয়। বিগত তিন অর্থবছরে এর মাধ্যমে ১০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৫ হাজার একর কৃষি জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় বিগত বছরসমূহে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৮,৬৬৪টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন এবং ১৫ হাজার একর কৃষি খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসিত এ পরিবারসমূহের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ খাতে ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বণ্টন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয় সদস্য রয়েছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং ভূমিজাত অন্যান্য সুবিধার সাথে পরিকল্পিতভাবে নারীকে সম্পৃক্তকরণসহ SDG এর Goal-1 (টার্গেট ১.৪), Goal-2 (টার্গেট ২.৩), Goal-5 (টার্গেট ৫.এ), Goal-9 (টার্গেট ৯.১), Goal-11 (টার্গেট ১১.৩, ১১.৭), Goal-12 (টার্গেট ১২.২), Goal-15 (টার্গেট ১৫.১, ১৫.২, ১৫.৩, ১৫.৪) অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং এর আওতায় রয়েছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাক্‌স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা; এবং
* দূরবর্তী এলাকায় তথ্য ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* স্বত্বলিপি হালনাগাদকরণের কার্যক্রমটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভূমিতে নারীর মালিকানা নিশ্চিত করা;
* ভূমিবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
* ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ভূমিহীন পরিবারের নামে গৃহ বরাদ্দসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা; এবং
* অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সরকারি খাস জমি বরাদ্দ দেয়া সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।